দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 30 JAN 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

শিক্ষার্থীদের ঝুঁকির মধ্যে ফেলবেন না : শিক্ষামন্ত্রী

প্রশ্নফাঁস ঠেকাতে সতর্ক সরকার

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

এসএসসি পরীক্ষা শুরুর আগেই অবরোধ কর্মসূচি প্রত্যাহারের জন্য বিএনপির নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোটের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি বলেছেন, আমরা খুবই উদ্বিগ্ন। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় নির্বিঘ্নে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করা। মন্ত্রী বলেন, অনিশ্চয়তার মধ্যে শিক্ষার্থীদের ঝুঁকির মুখে ফেলবেন না। এটা কোনো সভ্যতার মধ্যে পড়ে না। এখনও সময় আছে। আমাদের জাতি, দেশ ও ভবিষ্যতকে দয়া করুন। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, আল্লাহ যেন তাদের

পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৬

ADCOMM 2015

শিক্ষার্থীদের ঝুঁকির

প্রথম পৃষ্ঠার পর

(বিএনপি) মধ্যে রহম দেন। আমরা মনে করি, তাদের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ চাপা পড়ে আছে, তা জাগ্রত হবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, এবার এসএসসি পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁস ঠেকাতে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ বিষয়ে শতভাগ সতর্ক সরকার। তবে ফেসবুকের মাধ্যমে বিভ্রান্তি সৃষ্টির সুযোগ থেকেই যাচ্ছে। অবশ্য ফেসবুকে কিছু দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা মুছে দেয়াসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে প্রস্তুত আছি আমরা।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হচ্ছে সোমবার। এবার পরীক্ষায় ১৪ লাখ ৭৯ হাজার ২৬৬ জন শিক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। এরমধ্যে ৭ লাখ ৬৩ হাজার ৩৩৯ জন ছাত্র এবং ৭ লাখ ১৫ হাজার ৯২৭ জন ছাত্রী। এবার পরীক্ষায় ৪৬ হাজার ৫৩৯ জন শিক্ষার্থী বেড়েছে। গত বছর এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ১৪ লাখ ৩২ হাজার ৭২৭ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়েছিল।

এবার ৩ হাজার ১১৬টি কেন্দ্রে ২৭ হাজার ৮০৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দেবে। গত বছরের থেকে এবার ৩১৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ১৭৪টি কেন্দ্র বেড়েছে। এছাড়া বিদেশে আটটি কেন্দ্রের মাধ্যমে পরীক্ষা নেয়া হবে।

এবার আটটি বোর্ডের অধীনে এসএসসিতে ১১ লাখ ১২ হাজার ৫৯১ জন, মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে দাখিলে ২ লাখ ৫৬ হাজার ৩৮০ জন ও এসএসসি ভোকেশনালে (কারিগরি) এক লাখ ১০ হাজার ২৯৫ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষা দেবে।

মন্ত্রী বলেন, এবার বাংলা দ্বিতীয়পত্র, ইংরেজি প্রথমপত্র ও ইংরেজি দ্বিতীয়পত্র ছাড়া সকল বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নে পরীক্ষা নেয়া হবে। শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও খেলাধুলা নামে নতুন একটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এ বছর। তিনি আরো বলেন, দৃষ্টি, শারীরিক বা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও যাদের হাত নেই এমন প্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থী শ্রুতিলেখক নিয়ে পরীক্ষা দিতে পারবে। এসব পরীক্ষার্থী অতিরিক্ত ২০ মিনিট সময় পাবে। আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ১০ মার্চ পর্যন্ত এসএসসির তত্ত্বীয় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম দিন বাংলা প্রথমপত্রের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। আর দাখিলে তত্ত্বীয় শেষ হবে ১১ মার্চ। প্রথম পরীক্ষা কুরআন মজিদ ও তাজবীদ। এছাড়া ১৫ থেকে ১৯ মার্চের মধ্যে সকল ব্যবহারিক পরীক্ষা শেষ করার কথা বলা হয়েছে। অন্যান্য বছরের মতো এবারও সকাল ১০ থেকে দুপুর ১টা এবং বিকাল ২টা থেকে ৫টা পর্যন্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।